Department of Bengali

Patna university

Subject Bengali online class

CC- 06 sem- ll

Teacher -DR. Sagar Sarka

Topic- বঙ্কিম এবং বঙ্কিম উত্তর উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাস নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব বিচার করো।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাস বনোয়ারি ও করলির দ্বন্দ্ব।

তারাশঙ্করের যে সমস্ত উপন্যাসের কালসীমা পরাধীন ভারতবর্ষে যেখানে উপন্যাসের পটভূমি সেকাল সীমা ধরে আছে তা আধুনিক ভাবনা থেকে দূরে এবং সেখানে পুরাতন কালের নানা সংস্কার ধর্মবিশ্বাস লৌকিক অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড আদিম বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি স্থান লাভ করেছে। হাঁসুলী বাঁকের উপন্যাসে উপন্যাসিক উপরোক্ত উপাদান গুলি উপস্থাপিত করলেও উপন্যাসটির দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে একাল ও সেকালের দ্বন্দ্বে যদিও উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশ 11946 খ্রিস্টাব্দ তবুও তারাশঙ্কর নবীন কালকে অনেক সংঘর্ষের পর প্রাচীন কালকে পরাভূত করে বরণ করেছেন। কিন্তু 1946 আধুনিককাল নয় কেননা আধুনিককালে শুরু হয়েছে ভারতের পূর্ব ভূখণ্ডের ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ আধুনিকতার 100 বছর অতিক্রান্ত হলেও উপন্যাসিক সেই পুরাতন কালকে এখানে রূপায়িত করতে চাইলেন ।ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক পুরাতন সমাজ ভাঙ্গার কাল যন্ত্রসভ্যতার সূচনাকাল ।উপন্যাসিক সেই কালকে একান্ত প্রসারিত করেছেন বলে আলোচ্য হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাস উপন্যাস বলা চলে।

ঔপন্যাসিক আদিম প্রাচীনকাল সম্পর্কে বলেছেন হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাগানের তলায় পৃথিবীর আদিম কালের অন্ধকারের বাসায় থাকে। সুযোগ পেলেই দ্রুতগতিতে ঘনিয়ে আসে যে অন্ধকার বাসভবন থেকে বসতির মধ্যে। তারাশঙ্কর উপন্যাসের কাহিনী এই আদিমকালের বৃত্তের জীবন কেটেছে স্বাভাবিকভাবে ।হাঁসুলী বাঁকের উপকথা এই

স্বাভাবিক জীবনের কাহিনী মন্থরগতিতে পায়ে হাঁটা পথে পদাতিক এ জীবন তাদের। কিন্তু আসে রেলপথ ধরে দেখলেও গ্রহণ করেনি। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার এই আলপথ রেলপথের দ্বন্দ্ব তখনো এর লাইন তৈরি হচ্ছে দেশ দেশান্তর থেকে লোক এসে লাইন বসাচ্ছে পলু তৈরি করেছে সে যেন এক ব্যাপার করে তুলেছে। হাঁসুলী বাঁকের মেয়েরা খাটতে যেত চন্দনপুর এর বাড়ি ঘর তৈরীর কাজে । রেললাইনে ওই মস্ত ব্যাপার যাওয়া ছিল তাদের যাওয়া ছিল তাদের বারণ। ওখানে গেলে জাত যায় ধর্ম থাকেনা। চাষ করে খায় যারা তারা ওই কারখানার বাতাস গায়ে লাগালে তাদের মঙ্গল হয়না ।হাঁসুলী বাঁকের উপকথার এই নবীন প্রবীণ ও নবীন প্রাচীনকালের মূলে আঘাত সেই নিয়েই হানাহানি প্রাচীনকাল দাঁড়িয়ে থাকে বিশ্বাসের উপর গড়ে নবীন কাল ঘরে ওঠে অবিশ্বাস ভর করে। উপন্যাসে কালচিত্র সঙ্গে জীবনের চিত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা কাল যেন মহাকালের মতো প্রবীণ তার সৃষ্টি তার নবীনের ধ্বংসলীলা।

কালেরমত প্রকৃতি ও জীবন সাক্ষী এই প্রকৃতির জীবন সংবদ্ধ এবং জীবনের সঙ্গে তার সংগ্রাম। প্রবীণ মানুষ প্রকৃতির সঙ্গবদ্ধ কেননা কারের আদিমতার সঙ্গে জীবনের আদিমতার মিল। আলোচ্য উপন্যাসের বাঁশবনের অন্ধকার গোড়ার আদিমকাল থেকে ঝরে পড়া পচা বাঁশ পাতার নিচে ঝোপঝাড়ের ঘন আবরণ যেন কাহার দের জীবনের নত। পুরনো বাস শেষ হয়ে নতুন বাসের জন্ম হয়। কাহারপাড়া তে নতুন জীবন আসে যেখানে গতি আছে কিন্তু গতি চাঞ্চল্য নেই। নবীনের ধর্মবিরোধিতা প্রকৃতির বিরোধিতা আদি বাসভূমি মূল বড় বড় বটগাছ অশ্বত্থ গাছ পর্যন্ত নেই। এখানে ওখানে রয়েছে দু'চারটে শীর্ণকায় পল্লবী রায় শ্যাওলা বেল গাছ। ও প্রকৃতি তীরে অবস্থিত মানুষের কথায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাস এর কেন্দ্রীয় বিষয় ।এই উপকথায় নরনারীদের দুটি দল একদল প্রধান অন্যদল নবীন। প্রবীনদের মাতব্বরী বনোয়ারি নবীনদের মাতব্বর করালি প্রবীনদের জগদ্দল পাথরসম পাথি এই চরিত্রটিতে আলাদা একই পরিবেশে এরা মানুষ হলেও মাটি কেন্দ্রিক মানুষের প্রতিনিধি এই সে প্রতীক দারিদ্রতাকে বিমুখ করেনি সে গ্রাম্যমানুষ তার জীবন গ্রামীণ জীবনের মতো মূলে বাধা।

করালিনবীন জীবনের প্রতীক। সে জীবনে সুযোগ সন্ধানী অশান্ত সত্য সাধনায় সংযত নয়। পুরাতনকে ভাঙ্গায় তারপর তো নবীন-প্রবীণের প্রতিনিধি করালি আচার মানেনা মাটির প্রতি আকাশ মাটির প্রতি আকর্ষণ হিন। চিন্তা করে না বাধা মানে না। রেলপথ ধরে সে নতুন জীবন আসছে করালে তার প্রতি আকৃষ্ট। সে মাটির চেয়ে লাইন ভালবাসবা। দিয়ে তার কাছে বিধ্বস্ত মাটির টানে থেকে নারীর দেহের টান তার

কাছে বড় ।সে ভাগ্যবান নয় জীবনবাদী। সে আবেগের পরিবর্তে যুক্তি স্থানে বাস্তবে টানে চলে। কাহার পাড়ায় করালি নতুন কালের ইশারা অনুভব করেছে। সেই কাহারপাড়া প্রথম কোঠা ঘর সেই প্রথম কোথায় তুলেছেন ।তার লড়াই বনোয়ারি সঙ্গে সে মাতব্বরি মানে না সে নবীন-প্রবীণ কে নেতৃত্ব দেয়।

কিন্তুশেষ পর্যন্ত উপন্যাসে কার জয় হয় ?উপন্যাসিক বর্ণনায় কয়েক মুহূর্ত দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনের দিকে। চেয়ে ।তারপর পরস্পরকে নিষ্ঠুর আক্রমণের জড়িয়ে ধরে পড়ল মাটিতে ডুবে গেল গাছতলার সেই অন্ধকারের মধ্যে বনোয়ারি মারা গেল জয়ী হলো করালি হাঁসুলী বাঁকের তার সত্তা হারালো নবীন সভ্যতার ভালোবাসিতে বাঁশবন নিশ্চিন্ত হল ফিরে আসে হাসুলীবাঁকের বালি কাটে মাটি খুঁজে যেন এক নতুন তাৎপর্যের খবর বালি সরিয়ে করালি বোধহয় খুঁজেছে যে মাটিতে মিশে গেছে করাটা আসলে যেন তার জীবন ধ্বংস নামার ইঙ্গিত করে এ যেন প্রবীণের কাছে আত্মসমর্পণ আবার কিছুটা দর্পণে বটে।

তারাশঙ্করউপন্যাসের পরিণতিতে কোরালের মনে এই যে অতীত স্মৃতির অবতারণা করলেন তা মনে হয় তারাশঙ্করের জীবন দর্শনের প্রতি। তারাশঙ্কর অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ।তিনি পুরাতন সমাজকে মেনে চলতেন। সমাজ সংস্কার হলেও জীবন বিমুখ নয় বলে তারাশঙ্কর তাকে ভালোবাসতেন ।পুরাতন সমাজের সংস্কার বিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠান অপদেবতার ভয় ইত্যাদি তার কাছে শ্রদ্ধার ছিল। তিনি মনে করতেন এ সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় হতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জিত জ্ঞান নয় ।নতুন যে সমাজ এলো তা কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার পরিবর্তনের ফলে আসেনি এসেছে কাহ দের নেতা করালি র নেতৃত্বে ।এই নতুন যুগের আবহাওয়া পুরাতনকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে না। তাই নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্বে করালি যে মাটি তার জীবন না হলেও জীবন স্থিত হওয়ায় আকাঙ্ক্ষা আসলে প্রত্যেক মানুষকে শিকড়ের সন্ধানে ফিরে যেতে হয় আলোচ্য উপন্যাসে তারাশঙ্কর নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্বের সেই শিকড়ে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছেন করালেন আচরণের মাধ্যমে।